15-7-49

সুধীরবন্ধু প্রোডাক্সানের প্রথম নিবেদন

দ'খ্‌নে বাঘ

চিত্র-নাট্য ও প্রযোজনা

সুধীরবন্ধু

কাহিনী : **মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

চিত্র-গ্রহণ ও পরিচালনা : **বিভূতি দাস**

সঙ্গীত পরিচালনা : **পণ্ডিত কালিকিঙ্কর**

প্রধান কর্ম্মসচিব : **ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

কর্ম্মীবৃন্দ

শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু। রসায়নাগারিক : জগৎ রায়চৌধুরী। সম্পাদক : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক : সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পনির্দ্দেশক : নির্ম্মলকুমার মেহেতা
স্থির-চিত্র-শিল্পী : সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ** প্রচার কার্য্যে : প্রচার বন্ধু

পরিবেষণা : **রাণা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সুরেন চক্রবর্ত্তী**

শব্দ যন্ত্রে : জগদীশ, দুর্গা মিত্র। রসায়নাগারে : জগবন্ধু, নিরঞ্জন সাহা, প্রফুল্ল মুখার্জ্জী, দুর্গাদাস বসু

সম্পাদনায় : **মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**

সুরশিল্পে : **শ্যামল দাশগুপ্ত**

চিত্র-শিল্পে : **সুধাংশু ঘোষ, কালিকিঙ্কর বন্দ্যোঃ**

ব্যবস্থাপনায় : বিধুভূষণ ঘোষ, রবিন দত্ত, সুধাংশু চক্রবর্ত্তী

আলোক নিয়ন্ত্রণে : রবিন দাস, লালমোহন মুখার্জ্জী, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, হরি সিং

রূপসজ্জা : **সুধীর দত্ত, সুরেশ রায়**

সাজ-সজ্জায় : **সন্তোষ নাথ**

আবহ সঙ্গীত : **বঙ্গ ভারতী অর্কেষ্ট্রা**

রূপায়ণে : লীলা দাশগুপ্তা, বিমান ব্যানার্জ্জী, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায় হরিধন মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার, আশু বোস, মিহির মুখোপাধ্যায়, দ্বিপেন রায় চৌধুরী, বলীন সোম, ৺বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, বাণী বাবু, রবিন মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ বসু, দেব কুমার, সন্ধ্যা দেবী, নমিতা রায়, বীণা দত্ত, সন্ধ্যা মালতী, বেলা সিংহ রায়, বাসন্তী বল, প্রতিমা প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে— আর সি এ শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

দ'খ্‌নে বাঘ

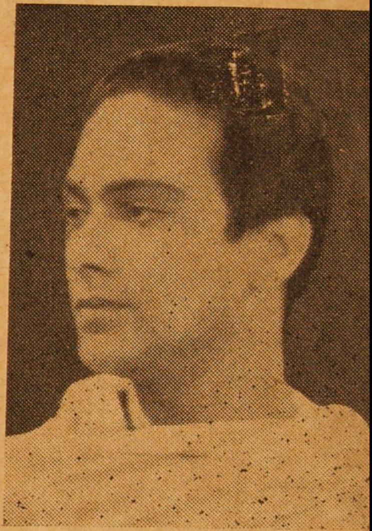

সর্ব্বংসহা ধরণী। তাই নির্ম্মম হাতে মানুষ তার বুকে নিজেদের সুবিধের জন্যে কত গ্রাম, নগর, সহর গড়ে তুলেছে। সুখে শান্তিতে বাস ক'রবে ব'লে গড়ে তুলেছে সমাজ। সেই সমাজের বুকে পণ-প্রথারূপী দুষ্ট কীট যে কবে, কেমন ক'রে এসে একদিন বাসা বেঁধেছিল তার ইতিহাস আজ সঠিক ক'রে বলা বড় শক্ত।

হরিঘোষ বীর্য্যবান মানুষ। প্রয়োজন হ'লে সে ভাঙ্গে তবু মচকায় না। স্ত্রী আর লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতন্ দু'টি কন্যা ছাড়া সংসারে তার আপন ব'লতে আর কেউ নেই। আত্মীয়দের মধ্যে বাঘের মত জমিদার শ্বশুর তখনও জীবিত ছিলেন। পুত্র সন্তান তাঁর ছিল না। বিরাট সেই জমিদারীর ভাবী মালিকানাসত্ব একদিন হাতে এসে পড়বার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু লোকে জানতো—মতের মিলতো নেইই তাছাড়া শ্বশুরের সঙ্গে হরি ঘোষের সম্বন্ধ হ'চ্ছে সাপে-নেউলে! নিজে সওদাগরী আফিসের বড়বাবু। বহুলোকের অন্নদাতা। তাই অর্থের

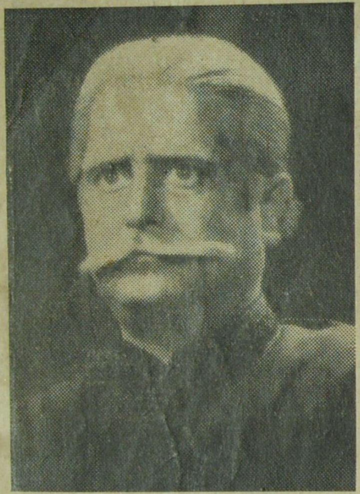

প্রাচুর্য আছে আর সমাজেও আছে একটা বিশেষ আসন। কুমার মিত্তির এ খবরটা পেয়ে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। ভাগ্যদেবী কুমারের সুপ্রসন্ন। সহৃদয় হরিঘোষ তাকে প্রতিপালন ক'রলে নিজের ভাই-এরই মতন। আস্তে আস্তে দিনের পর মাস গিয়ে বছরও চ'লে প'ড়লো কালের কোলে। হরিঘোষ একদিন অনুগৃহীত কুমারকে ডেকে ব'ললে—ভাই, তোমার ছেলে নবকিশোরের সঙ্গে আমার বড় মেয়ে শান্তির বিয়ে দেব। কুমারকিশোর বিস্মিত হ'লো—সেদিন একথা সে বিশ্বাসই ক'রতে পারে নি।

এরপর বারো বছর চ'লে গেছে। পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে কালের চাকা কত রকমের দাগ কেটে দিয়ে ঘুরে গেছে অবিশ্রান্ত গতিতে। পরিবর্ত্তন হ'য়েছে সমাজের, মানুষও তার পাল্টে গেছে। সেই কাল-চক্রের তলায় ঘুরতে হরি ঘোষ বাদ পড়েনি—বাদ পড়েনি তার বন্ধু কুমারকিশোরও। তবে চাকার ওপরে আজ কুমার, আর নীচে তার হরি ঘোষ। তাই হরি যেদিন অতীত সেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো কুমার মিত্তিরের কাছে—সেদিন অনায়াসে সে ব'লতে পারলো—বারো বছর আগেকার একটা কথার জের টেনে তার এম, এ পাশ করা ছেলে, যার দাম উঠেছে দশ হাজার টাকা, তাকে বিনা পণে বিয়ে দিতে সে কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু আগের মতন টাকার জোর না থাকলেও মনের জোর হরি ঘোষের আজও তেমনিই আছে। তাছাড়া এক কথার মানুষ সে। যা বলে তা করে। কোন রকমেই তার নড়চড় হ'বার যোটি নেই। কুমারকিশোরের মুখ থেকে ওই মর্ম্মান্তিক জবাব পেয়েও মুষড়ে প'ড়লো না। সোজা হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে ব'ললো। আমিও ব'লে যাচ্ছি কুমারকিশোর, তোমার পাশ করা ছেলে নব

কিছুতেই রেহাই পাবে না—বিয়ে তাকে ক'রতেই হবে আমার মেয়ে শান্তিকে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে তার ভাগ্য বিধাতা একটু হাসলেন।

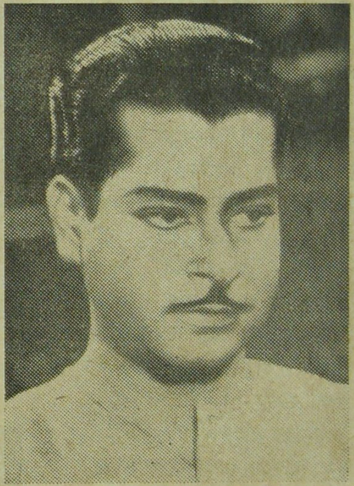

এক যুগ আগে তাদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে হরি ঘোষ ফিরে এলো—নিজেও আবার মরণ পণ ক'রলো সেই কথাকে আদায় ক'রতে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এই আঘাতের ব্যথা তার বুকের পাঁজরটা এবার ভেঙ্গে দিলে। কিছুতেই তা সামলে উঠতে পারলো না। মৃত্যু শয্যার পাশে ছোট মেয়ে শক্তি রাণীকে ডেকে ব'ললো মা, পারবি তোর বাবার এই পণ আদায় ক'রতে?

—কেন পারবো না বাবা! তুমি তো আমায় ছেলের মতন ক'রে মানুষ ক'রেছো। ধরা গলায় উত্তর দিলো শক্তি।

স্কুল ছেড়ে শক্তি সেবার সবে কলেজে ঢুকেছে। পড়াশুনায় সে খুবই ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝে দু'টি মানুষের স্মৃতির কথা প্রায়ই তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতো।

মানুষ দু'টি—কিশোর ক্ষুদিরাম আর কুমারী স্নেহলতা। বাংলাদেশে সত্যিকারের মানুষের একদিন অভাব ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দেশেরই ছেলে ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়ে অমর হ'য়েছে—প্রথম শহীদের পূজা পেয়েছে সে নিজের জীবনকে দেশ ও জাতির জন্য বিলিয়ে দিয়ে। আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার মুখের পানে চেয়ে স্নেহলতা তার নিজের দেহে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে ম'রেছিলো সমাজে পণ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য। তাই বিস্মৃতপ্রায়সেই অমর আত্মার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শক্তি গ'ড়ে তুললো "স্নেহলতা প্রতিষ্ঠান।" পণ ক'রলো তারা—পণ-প্রথা দেশ থেকে উচ্ছেদ ক'রবেই।

এই কাজে সাহায্য করার ভার নিলেন, দক্ষিণ বাংলার মজিলপুরের মহাদোর্দ্দণ্ডশালী জমিদার শম্ভু মিত্র। যার প্রতাপে বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খায়!

প্রয়োজনে যে বাঘ মারে, অপ্রয়োজনে মশাও মারে না—এই যাঁর চরিত্র। অথচ মস্ত বড় পুঁজিবাদী হ'য়েও দেশের মুক্তি-সংগ্রামে তাঁর অজ্ঞাত দানের অভাব ছিলো না। বিপ্লবীদের ছিলেন তিনি অকৃত্রিম বন্ধু। একমাত্র জামাই হরি ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তি'ন ছুটে এলেন। সদ্য-বিধবা কন্যা ও নাতনীদের মুখে শুনলেন, জামাইয়ের পণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে কাল-বিলম্ব না ক'রেই বেলঘোরের বাগান বাড়ী রাধাকুঞ্জে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। পাশেই কুমার মিত্তিরের বসত বাড়ী। কৃপণের ধন আগলে সে ব'সে আছে। একমাত্র ছেলেকে বিয়ে দিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা পাবার আশায় দিন গুনছে। কারো সকাতর আবেদনে তার প্রাণ গলে না। তাই বিয়ের বাজারে তার ছেলের দাম এক টাকাও কমে নি। এমনি সময় নাতনীদের নিয়ে দ'থ্নে বাঘ সুরু ক'রলেন পণ-প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান !

এরপর প্রেক্ষাগৃহে রূপালী পর্দ্দার ওপরে জীবন্ত আলো-ছায়ার মারফৎ 'দ'থ্নে বাঘের' বিচার করুন।

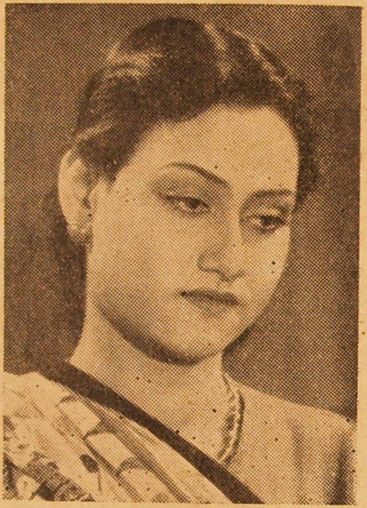

(১)

বাঙলার ছেলে বাঙলার ছেলে
শোন আমাদের পণ
আমরা ভিন অমূল্য প্রেম মহান আকর্ষণ
শোন আমাদের পণ ॥
পণ্যা নারীরে ঘৃণা কর যদি তুমি কেন হও পণ্য
কোন যুক্তির ছলনাতে তব লুকাবে চিত্ত দৈন্য ?
বিশ্বের কাছে লজ্জা এ তব
হোক হোক বিমোচন
শোন আমাদের পণ ?
যাদের রক্তে গড়িয়া উঠিল স্বাধীনতা মন্দির
মালা হাতে আজি তাদের সমাধি পাশে
যারা কর আজি ভীড়
মানা করিব না শ্রদ্ধা অর্ঘ যত কর বরিষণ
শোন আমাদের পণ ?
পণ বেদী মূলে প্রথম শহীদ তোমাদের স্নেহলতা
মহানুভবের পূজারিনী যেবা ভুলিলে কি
তার কথা
স্বপতিরে নয় পূজারীরে আগে কর মালা অর্পন
শোন আমাদের পণ ?
বিধাতার লিপি আছে ভালে তব
বিশ্বগুরুর গরব তোমার ভুল নাহি তায় কোন
নারী হৃদয়ের বেদনাতে কর শুচি স্নান সমাপন
আমাদের পণ ॥

(২)

রাধা কৃষ্ণ জয় কুঞ্জ বিহারী
মুরলীধর গোবর্দ্ধন ধারী
রাধা রাধা নাম মন মুখুড়া
জভ রাধাশ্যাম উয়ো ব্রজবিহারী
মুরলীধর গোবর্দ্ধন ধারী ॥
যো ফণী ফনাণী সাগর সুখধাম
নিতি নিরতি অতি মাতি মূরতি
যুগল যুগ যুগ ধারী মুরারী গোরি
ভজ রাধা শ্যাম উয়ো ব্রজ বিহারী ॥
ভাতি নারায়ণ ভব ভয় ভঞ্জন
বিমল জ্যোতি সুহাই
মায়া মোহিত আকার
নিরমল অধিকার
চক্রধারী, চক্রধারী ॥
ও মুখ মণ্ডল শোভিত কুণ্ডল
মুরছত মৃদু হাসি
কান্তা করুণাময় মাগি পদ ছায়
কোমল কারি মাধো মুরারি
ভজ রাধা শ্যাম উয়ো ব্রজবিহারী
রাধা কৃষ্ণ……গোবর্দ্ধনধারী ॥

(৩)

বন্ধুরে……প্রেমের কথা……
ও বন্ধু প্রেমের কথা আর বলো না
সে যে বিষম দায়
দিন রজনী—
দিন রজনী রে সজনী দিন রজনী
দিন রজনী রে সজনী শুধুই হায় হায়—
হায় হায় হায়।
ত্রেতা যুগে সীতার কথা
কেনা জানে তার বারতা
ওরে—শুনে যে তার দুখের কথা
নয়ন ঝ'রে যায়, নয়ন ঝরে যায়।
রাধিকা প্রেম করেছিল,
ওযে কেঁদেই জনম কাটাইল
হায়রে—
প্রাণের কালা পালিয়ে গেল সুদূর মথুরায়
সুদূর মথুরায়—
চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
প্রেম করেছে তারও শুনি
কাল কেটেছে তাদের জানি গভীর বেদনায়
গভীর বেদনায়—
শেন, শোন বন্ধু আমার,
প্রেমের কথা আর বলনা গো আর—
বুঝে সুঝেই প্রেম স'পেছি, বুঝে সুঝেই
আমি বুঝে সুঝেই প্রেম স'পেছি
দেশ-মায়ের পায়, দেশ-মায়ের পায়।

একটু পাওয়ার বাতায়নে—
একটু শোনা বাঁশী তোমার,
সারা বেলা দোলে মনে।
বকুল ফোটা হলো সুরু,
মুকুল ঝরে ঝুরু ঝুরু,
তোমার বাঁশীর বেদন লাগে
আমার বনের সমীরণে ॥

ওগো পথিক, শোন শোন,
গাহে তোমার বরণ গীতি
বন-বীথি গন্ধ-ঘন।
হৃদয় আমার রয়না গোপন,
পাতায় ঢাকা ফুলের মতন
আভাস তার দোলে কি মোর [illegible]
হঠাৎ চাওয়ার হাওয়ার সনে ॥

সুধীরবন্ধু প্রযোজিত

পরবর্তী আকর্ষণ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

বিষবৃক্ষ

(প্রস্তুতির পথে)

চিত্র-নাট্য ও প্রযোজনা

সুধীরবন্ধু

পরিচালনা—অশোক কুমার

ইতিহাসের একপাতা

কাহিনী—জ্যোতি বাচস্পতি

চিত্র-নাট্য

ভূজঙ্গ ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা—অশোককুমার

রাগিনী

কাহিনী, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা

সুধীরবন্ধু

জলসাঘর

কাহিনী, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা

সুধীরবন্ধু

কল্পরূপায়ণী লিমিটেড্‌এর

দ্বিতীয় নিবেদন

ভুলের বালুচরে

পরিচালক

নাট্যকার—জলধর চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজক—সুধীরবন্ধু প্রোডাক্‌সনের পক্ষ থেকে শুভ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩৪/১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৩।১, মোহন বাগান লেনস্থ প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত।